প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... ২ কলাম ... ২

এবার নতুন নিয়মে সেরা স্কুল নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৬৪ জেলায় ৬৪০টি বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শতভাগ পাস ও সর্বাধিক জিপিএ পাওয়া সেরা তালিকায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো ঠাঁই করে নিচ্ছিল। ওই তালিকায় নাম লেখাতে এসব প্রতিষ্ঠান একজন পরীক্ষার্থী ফেল করার ন্যূনতম ঝুঁকি থাকলে তাকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিত না।

এ ছাড়া ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থীর সবাইকে পাস করিয়ে শতভাগ সাফল্যের কথা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করত। এর ফলে মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো লেখাপড়া হলেও এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিলেও সেগুলো শতভাগের তালিকায় আসতে পারছিল না। এর ফলে এক ধরনের ক্ষোভ ও বৈষম্য চলে আসছিল বলে ওই কর্মকর্তা জানান।

আজ ফল প্রকাশ: দেশের আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার ফল আজ শনিবার দুপুর একটায় দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষাকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মুঠোফোনে সংক্ষিপ্ত বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে একযোগে প্রকাশ করা হবে। কেন্দ্র সচিবের কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের আওতাধীন সব প্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা তাঁদের পরীক্ষার্থীদের ফল সংগ্রহ করবেন। পরীক্ষার্থীরা শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট (www.educationboardresults.gov.bd) এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফল সংগ্রহ করতে পারবে। শিক্ষা বোর্ডের সরবরাহ করা ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ফল ডাউনলোড করতে পারবে।

এ ছাড়া যেসব পরীক্ষার্থী শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-মেইল ঠিকানা ফল প্রকাশের আগে পাঠাবে, তারা তাদের সংশ্লিষ্ট মেইলে বিষয়ওয়ারি গ্রেডসহ ফল পাবে।

শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র জানিয়েছে, এবারই প্রথম খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য মুঠোফোনে সংক্ষিপ্ত বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে আবেদন নেওয়া হবে। আবেদনের পদ্ধতি টেলিটকের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা যাবে।

আজ এসএসসির ফল

এবার নতুন নিয়মে সেরা স্কুল নির্বাচন

পরিফুজ্জামান ●

একটি প্রতিষ্ঠানে মোট পরীক্ষার্থী মাত্র ৩০ জন। সবাই পাস করলে এই প্রতিষ্ঠান শতভাগ পাসের তালিকায় স্থান পায়। আবার কোনো প্রতিষ্ঠানে এক হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজনও ফেল করলে সেই প্রতিষ্ঠানটি শতভাগের তালিকা থেকে ছিটকে পড়ে।

প্রায় এক দশক ধরে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য চলে আসছিল। শিক্ষা বোর্ডগুলো বিষয়টি ত্রুটিপূর্ণ বললেও এর প্রতিকার করেনি।

২০০৯ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর *প্রথম আলোসহ* কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। সংবাদ সম্মেলনে এসংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ফল প্রকাশে ত্রুটিপূর্ণ এই নিয়ম বাতিলের ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে নতুন পদ্ধতিতে সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, শতভাগ পাস এবং সর্বাধিকসংখ্যক জিপিএর ভিত্তিতে সেরা বিদ্যালয় নির্বাচনের পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তাই এটা বাতিল করে চারটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সেরা বিদ্যালয় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে—একটি প্রতিষ্ঠানে কতজন শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছিল এবং তাদের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর শতকরা হার কত, শতকরা কত ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে, মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে কতজন জিপিএ-৫ পেয়েছে এবং ওই প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত।

ফাহিমা খাতুন জানান, এই চারটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড ২০টি সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করবে। এ ছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় এসব মানদণ্ডের ভিত্তিতে সেরা ১০টি বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

জানা যায়, ১০টি বোর্ডে ২০০ এবং

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম